20

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাকা বোর্ডের রেজাল্ট কেলেংকারি

টেবুলেশন শীট ফাঁকা ॥ ফেল ঘোষণার ৩৬ দিন পর ষ্টার মার্কে পাস

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ ১৯৯৫ সালের এস,এস,সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে গত ৮ই আগষ্ট। গোপালগঞ্জ বীনাপানি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় হইতে সোহানা খোন্দকার ও তাহেরা খানম পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের রোল নং যথাক্রমে ৬৪০০৯৭ ও ৬৪০০৯৯। প্রকা-

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ডের রেজাল্ট কেলেংকারি

(৩য় পৃঃ পর)

শিত গেজেটে এই দুই মেধাবী ছাত্রীর রোল নম্বর না থাকায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রী, অভিভাবক সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশেষে সকলেই আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন যে, মার্কশীট আসিলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে। প্রায় এক মাস পর মার্কশীট স্কুলে আসিল, কিন্তু সোহানা তাহেরার মার্কশীট আসিল না। অনেক চেষ্টা-তদবির করিয়াও ফলাফল জানা গেল না। শেষ ভরসা টেবুলেশন শীটে ফলাফল পাওয়া যাইবে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর টেবুলেশন শীট পাওয়া গেল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার টেবুলেশন শীটেও এই দুই ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর নাই। নম্বর লেখার স্থান ফাঁকা। পাস অথবা ফেল যাহাই করুক না কেন প্রাপ্ত নম্বর জানার অধিকার তাহাদের আছে। সেই মোতাবেক বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করিলে সোহানা-তাহেরার মূল মার্কশীট স্কুলে প্রেরণ করা হয়। ছাত্রীদ্বয় ষ্টার নম্বরসহ প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে। ১২ই সেপ্টেম্বর ছাত্রীদ্বয়ের অভিভাবকরা স্কুল হইতে মার্কশীট গ্রহণ করেন। সোহানা-তাহেরার বিভীষিকাময় এই ৩৬ দিনের দায়-দায়িত্ব কে নিবে? অভিভাবক-শিক্ষক সকলের প্রশ্ন এই ভুল কাহার? কম্পিউটার, না কর্তৃপক্ষের? এই ভুলের কারণে সময় মত ফলাফল না পাওয়ায় ছাত্রীদ্বয় ভাল কোন কলেজে ভর্তি হইতে পারিল না। রেজাল্ট কেলেংকারির শিকার সোহানা খোন্দকারের অভিভাবক জানান, তাহার মেয়ে ভাল নম্বর পাওয়া সত্বেও ঢাকার একটি ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল। ইহা তাহার অধিকার হরণেরই নামান্তর।